"শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মহিলা সংস্থা
জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)
১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
www.dbwctp64.gov.bd

পরিদর্শন প্রতিবেদন

পটুয়াখালী জেলাকেন্দ্র

পরিদর্শনের তারিখ : ১৯/০১/২০২২ খ্রিঃ
পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ : মোঃ মনিরুজ্জামান
পদবী : প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, প্রোগ্রামার, মোহাম্মাদ আবুল বাশার ফকির, সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) ও কাজী আমিরুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার (হিসাব শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা) জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ৪৮৬০৬ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর করে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ :

- ✓ প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম : ১) কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন
  ২ গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং
- ✓ প্রশিক্ষণের মেয়াদ : ৬ মাস। প্রতি বছর ২টি ব্যাচ (জানুয়ারি থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর)
- ✓ সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ প্রদান : বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
- ✓ প্রশিক্ষণের সময় : ৩৬০ ঘন্টা (কম্পিউটার তাত্ত্বিক-৬০ ঘন্টা, ব্যবহারিক-২৪০ ঘন্টা, বেসিক ইংলিশ-৬০ ঘন্টা)
- ✓ ভর্তির যোগ্যতা : কমপক্ষে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় পাশ
- ✓ বয়সসীমা : ১৫ বছর হতে ৩৫ বচর পর্যন্ত (বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ৪৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য)
- ✓ ভর্তি ফি : ১০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র (এককালীন)
- ✓ প্রতি ব্যাচে ভর্তির আসন সংখ্যা :
  ১) কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোর্সে ২৫ জন
  ২) গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং কোর্সে ২৫ জন।
- ✓ ক্লাসের সময়সূচী : সকাল ৯:৩০ মি. থেকে ১২: ৩০ মি. এবং বিকাল ২:০০ মি. থেকে ৫:০০ মি.
- ✓ ইন্টার্নশীপ এর সুযোগ (সময়-৬ মাস): প্রতি ব্যাচে প্রতি জেলায় ৪ জন (মাসিক ভাতা ৩০০০ টাকা হারে)।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা : ৬৪ জেলা সদরে ৬৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৮৬০৬ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এর মধ্যে পটুয়াখালী জেলার লক্ষ্যমাত্রা ৭৬৫০ জন।

অগ্রগতি : ৬৪ জেলা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৩৯,০১৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে পটুয়াখালী জেলা কেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং জানুয়ারি-জুন ২০২১ ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ সেশনে ১০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন ১১৩ জন, উদ্যোক্তা ৩ জন, আউটসোসিং এর মাধ্যমে আয় করেন ১ জন ও ব্যক্তিগত/পারিবারিক/অন্যান্য কাজের মাধ্যমে আয় করেন ৪৫৭ জন।

জনবল : ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে ৪ জন জনবল রয়েছে। সে মতে পটুয়াখালী জেলাকেন্দ্রে ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন প্রশিক্ষক (কম্পিউটার), ১ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন নৈশ প্রহরী রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক এর পর্যাবেক্ষণ ও সুপারিশ:

বিগত ১৯/০১/২০২২ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা) শীর্ষক প্রকল্পের পটুয়াখালী জেলা কেন্দ্র পরিদর্শন করি। এসময় এ কেন্দ্রের সহকারী প্রোগ্রামার, প্রশিক্ষক (কম্পিউটার), জাতীয়

মহিলা সংস্থার দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলা কর্মকর্তা, ইন্টার্ণীগণ এবং কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোর্সের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প ও তৃনমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। এ সময় তাদের উৎপাদিত পন্য সামগ্রী উপস্থাপন করেন। তাদেরকে প্রতিযোগীতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য আরও মান সম্মত পন্য উৎপাদনের এবং বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত/বক্তব্য:

পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও এ কেন্দ্রে ভর্তির বিষয়ে তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন-

১) কোর্সটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত, ২) এখানে শুধুমাত্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩) যত্নসহকারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মান অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর ভাল। নারী বান্ধব পরিবেশ, এখানে শুধুমাত্র ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি প্রদান করতে হয়। ছয় মাসে আর কোন টাকা প্রদান করতে হয় না। এ কেন্দ্রে ভর্তি হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এ প্রশিক্ষণকে ভবিষ্যতে তারা তাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ আন্তরিক থাকতে বলা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস শেষ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিধি এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, প্রোগ্রামার এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ:

অত্র প্রকল্পের সম্মানিত প্রোগ্রামার জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ছয় মাসের কোর্সে সিলেবাস শেষ করার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ প্রদান করেন।

মোহাম্মাদ আবুল বাশার ফকির, সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ:

এ প্রকল্পের সম্মানিত সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মাদ আবুল বাশার ফকির এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রশিক্ষণের পরবর্তীতে তারা এ প্রশিক্ষণকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে সরকারের প্রকৃত উদেশ্য অর্জনের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন শিক্ষিত বেকার মহিলা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে সাবলম্বী হতে পারবেন মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন।

মোহাম্মাদ আবুল বাশার ফকির, সহকারী পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) ও কাজী আমিরুল ইসলাম (সহকারী প্রোগ্রামার ও হিসাব শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা) এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ:

সহকারী পরিচালক ও হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালনকারী সহকারী প্রোগ্রামার জনাব কাজী আমিরুল ইসলামের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত রেজিস্টার, দাপ্তরিক ও আর্থিক নথি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, চেক রেজিস্টার, ক্যাশবুক সঠিকভাবে মেইনটেইন করা হয় না। নথির মাধ্যমে আর্থিক বিষয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হয় না। শুধু চেকের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করা হয়। নথি অনুযায়ী ব্যয়ের কোন বিল ভাউচার উপস্থাপন করতে পারেননি। সহকারী প্রোগ্রামার বরগুনা থেকে পটুয়াখালী বদলি হয়েছেন। তিনি বরগুনা জেলাকেন্দ্র থেকে কোন মাস পর্যন্ত বেতন উত্তোলন করেছেন তার ডকুমেন্ট উপস্থাপন করতে পারেননি। এক কথায় বলা যায়, এ কেন্দ্রে আর্থিক বিধি বিধান পালন করা হয় না। চেক রেজিস্টার, ক্যাশবুল সিটিআর (ব্যাংক স্টেটমেন্ট) সংযুক্ত পূর্বক হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নথি ও রেজিস্টার অনুমোদিত হতে হবে।

প্রকল্পের পটুয়াখালী জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন চিত্র

সার্বিক মন্তব্য:

১। আর্থিক বিষয়সহ দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নথিতে উ পস্থাপন করতে হবে।

২। চেক রেজিস্টার, ক্যাশবুল ও সম্পদ রেজিস্টার অবশ্যই মেইনটেইন করতে হবে।

৩। চলমান প্রকল্পের শুর থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরনপূর্বক চেক রেজিস্টার, ক্যাশবুক এবং নথি মেইনটেইন করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে তদন্ত করা হবে।

৪। প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত সকল মালামাল ও আসবাবপত্রসমূহে প্রকল্পের নাম, প্রাপ্ত সাল উল্লেখপূর্বক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক বাহক চেকে উত্তোলন করা যাবে না।

৬। বাড়িভাড়া, টেলিফোন বিল ও বেতনভাতা Account Payee চেকে প্রদান করতে হবে।

৭। প্রচার-প্রচারণায় অধিক গুরুত্ব দিতে হবে (কার্যক্রমের তথ্য চিত্র স্থানীয় মিডিয়া, স্থানীয় ডিস চ্যানেল ও মাইকিং)।

৮। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাস শেষ করতে হবে।

৯। ল্যাবরুমসহ অন্যান্য কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১১। কম্পিউটারসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১২। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

১০/০২/২০১২

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
ফোনঃ ৫৮৩১৪৮০৪